B.A CBCS POLITICAL SCIENCE, 3RD SEMESTER (GE)

GE-3: Gandhi and the Contemporary World

TOPIC 1: Gandhi on Modern Civilization and Ethics of Development

a. Conception of Modern Civilisation and Alternative Modernity

BY: SHYAMASHREE ROY, ASST. PROFESSOR.

মোহনদাস কে গান্ধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা ছিলেন বিংশ শতাব্দীতে, যা ভারত ও পাকিস্তানের দেশগুলির স্বাধীনতায় সমাপ্ত হয়েছিল 1947। তবে, গান্ধীর ক্রুসেড ছিল ভারতীয় স্ব-সরকার পরিচালনার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি। তাঁর অবদানগুলি কেবল তখনই বোঝা যায় যখন তিনি নতুন রাজনৈতিক দর্শনে গেছেন একটি বিকাশ ঘটেছে — একটি রাজনৈতিক দর্শন যা ভারত সরকার এবং এর মধ্যে পরিবর্তনের দাবি করেছিল ভারতীয় নাগরিকরা নিজেরাই। আসলে, গান্ধী যে অনেক ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার ভূমিকা হিসাবে তিনি ভারতে ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধিত্ব করে আধুনিক সভ্যতার দার্শনিক সমালোচক অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, যদি আধুনিক ক্লাসরুমগুলির মধ্যে অন্যতম আলোচনা হয় তবে। শেখাচ্ছেন গান্ধীর আধুনিক সভ্যতার সমালোচনা গান্ধীর জাতীয়তাবাদ উভয়ের বৌদ্ধিক প্রসঙ্গ সরবরাহ করে, এবং আধুনিক সভ্যতা যেমন আছে তেমন অন্বেষণ করার একটি সুযোগ এবং এটি যেমন হওয়া উচিত। গান্ধীর আধুনিক সভ্যতার সমালোচনা তার 1909 এর পাতায় সম্পূর্ণ আকারে বিতরণ করা হয়েছে কাজ, হিন্দ স্বরাজ বা ভারতীয় হোম বিধি হিসাবে এটি এর প্রথম ইংরেজী প্রকাশনায় শিরোনাম হয়েছিল। এই বইটি, গান্ধী ভারতীয় স্ব-সরকারের জন্য একটি পথ দিয়েছেন যা কেবল ভারতীয়কে উন্নীত করতে চায় না সভ্যতা এবং সংস্কৃতি, কিন্তু ব্রিটিশদের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং সহবর্তী ধারণাটি অস্বীকার করুন কর্তৃপক্ষ যা তারা সর্বদা উপভোগ করেছিল এবং গান্ধীর দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি ভারতীয় নেতারা তাদের কাছে রাজী হতে রাজি ছিল।“The British Government in India constitutes a struggle between the Modern Civilisation, which is the Kingdom of Satan, and the Ancient Civilisation, which is the Kingdom of God. The one is the God of War, the other is the God of Love”(পারেল, ২০০৯, পি। 7)। গান্ধীর পক্ষে, তখন ভারতের স্বাধীনতার মূল চাবিকাঠি তাঁর দেশবাসীর পক্ষে কেবল মুক্তি না পাওয়া তারা ব্রিটিশদেরই ছিল, তবে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের মধ্যে প্রকাশিত পরিবর্তনগুলিও করেছিল সমাজ। হিন্দ স্বরাজের শেষ অধ্যায়ে ব্রিটিশদের প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়াতে গান্ধী ঠিক রেখেছিলেন তিনি এর অর্থ কী: পৃষ্ঠা 2 এর 2 আপনি সভ্যতার বিপরীত হতে যে সভ্যতাকে সমর্থন করেন আমরা তা ধারণ করি ... আমরা আপনার বিবেচনা করি স্কুল এবং আইন আদালত অকেজো হতে হবে। আমরা চাই আমাদের নিজস্ব স্কুল এবং আইন আদালত হোক পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ... ভারতের সাধারণ ভাষা ইংরেজি নয়, হিন্দি। সুতরাং, আপনার উচিত এটি শিখুন… আমরা রেলওয়ে বা সামরিক ক্ষেত্রে আপনার অর্থ ব্যয়ের ধারণাটি সহ্য করতে পারি না। আমরা উভয়ের জন্য কোনও অনুষ্ঠান দেখতে পাই না (পারেল, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১১৪)।

এই অনুচ্ছেদে, গান্ধী পশ্চিমা পরিবর্তনগুলি অস্বীকার করেছেন যা বহু সহকর্মী ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের, এমনকি তাঁর নিজের হাতে নির্বাচিত উত্তরসূরি জওহরলাল নেহেরুও ইতিবাচকভাবে দেখেছিলেন: শিক্ষা, প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং

আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। গান্ধীরও একইরকম ঘৃণা ছিল ভারতীয় সভ্যতা, গণতন্ত্রকে ব্রিটেনের "উপহার" সর্বাধিক প্রশংসিত বলে: "এটি যাকে আপনি সংসদীয় জননী হিসাবে বিবেচনা করেন তা হ'ল এক নির্মল মহিলা এবং বেশ্যা ” (পারেল, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩০) যদিও তিনি পরে স্বীকার করেছেন যে তাঁর পরিভাষা অন্তর্বর্তী এবং হাইপারবোলিক, তিনি বিবৃতিটির অপরিহার্য সত্যকে বিশ্বাস করতে থাকলেন, যা ছিল ব্রিটিশ সভ্যতা সংসদের এমন সদস্য তৈরি করেছিল যারা সত্যিকারের পক্ষে খুব স্বার্থপর এবং ভণ্ড ছিল জনগণের প্রতিনিধিত্ব করুন। আর এখান থেকেই গান্ধীর আধুনিক সভ্যতার সমালোচনা শুরু হয়। উপরের অনুচ্ছেদে গান্ধীর মন্তব্য অন্য যে কোনও ব্যক্তিকে ভাড়া হিসাবে দেখানো সহজ জাতীয়তাবাদী নেতা - সরকারী শক্তি দ্বারা সহজভাবে ইনস্টল করা প্রতিষ্ঠানগুলি ডিক্রিিং এই সত্যের কারণে, বা পনিবেশিক লোকদের দৌড়ানোর ক্ষেত্রে কোনও অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা দেওয়া হয়নি বলে তাদের। তবে গান্ধীর সমালোচনা আলাদা ছিল: ব্রিটিশদের মোটেই তাঁর কোনও ঘৃণা ছিল না তারা ভারতের সরকারকে “চুরি করে” দেওয়ার জন্য (তিনি যত বেশি, যদি না হয়, তবে ভারতকে দোষারোপ করেন) এটি হওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য), কিন্তু পরিবর্তে তারা যে সভ্যতার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিল সমালোচনা করেছিল ভারতের colonization এবং মূল্যবোধের সাথে ভারতকে বিষ প্রয়োগের শর্ত সরবরাহ করে যে কোনও আধুনিক, পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে মূল্যবান। গান্ধী লিখেছিলেন, “সভ্যতা, সেই পদ্ধতি কর্তব্য পথ যা মানুষ নির্দেশ করে আচার। কর্তব্য ও নৈতিকতার অনুসরণের পথ রূপান্তরযোগ্য পদ "(পারেল, ২০০৯, পৃষ্ঠা। 67) গান্ধীর কাছে তখন আধুনিক সভ্যতা সত্য নয় সভ্যতা আদৌ: সম্পদ এবং শক্তির সাধনা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার উপরে রেখে বিবেচ্য বিষয়গুলি, আধুনিক সভ্যতা এবং এর প্রতিষ্ঠানগুলি মানব প্রকৃতিকে আরও খারাপের জন্য পরিবর্তিত করেছে।

এটা পরিষ্কার হওয়া জরুরী যে গান্ধীর সমালোচনা ক্লাসিক মার্কসবাদীর মহড়া নয়আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় উপাদান সংযোজন সহ পুঁজিবাদী সমাজগুলির সমালোচনা। গান্ধী অনুরূপভাবে মার্কস এবং তাঁর কমিউনিজমকে খুব বেশি জোর দেওয়ার জন্য সমালোচনা করতেন বস্তুগত জিনিসগুলি, যদিও সমস্ত পুরুষের জন্য বৈষয়িক সমতা সরবরাহের প্রসঙ্গে। দায়িত্ব, জন্যগান্ধী, কেবল আপনার ভাইকে সহায়তা করছে না বা কারও শ্রমের ফল ভাগ করে নিচ্ছিল, যদিও তা এটি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এটি একটি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক ধারণা ছিল যে শক্তি, সম্পত্তি,সুরক্ষা এবং আনন্দ কেবল নৈতিকতার কাঠামোর মধ্যে সঠিকভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে এবং ধর্মীয় সত্য (পরেল, ২০০৯,)। গান্ধী আধুনিক সভ্যতার কঠোর সমালোচনা করেননি এর সমাপ্তির কারণে (একটি গভীর অসম সমাজ, যার প্রতিষ্ঠানগুলি এটিকে স্থায়ী করার পক্ষে সহযোগিতা করেছে) বৈষম্য), তবে এটির কারণগুলির কারণেও (ধন এবং শক্তির নগ্ন অনুসরণ) স্বতন্ত্র জন্য বিবেচনা)।

এ বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, এই কাঠামোর মধ্যে গান্ধী মার্কস ও দের মতো ছিলেন না সমাজতান্ত্রিক, পশ্চিমা এবং আধুনিক সমস্ত কিছুর সমালোচক। গান্ধী সাংস্কৃতিক অনেকের অনুমোদন দিয়েছেন ব্রিটিশদের দেওয়া উপহার: নাগরিক স্বাধীনতা, অধিকার, সাম্যতা, ধর্মীয় সহনশীলতার ধারণা,এবং মহিলাদের জন্য কয়েকটি অবস্থার উন্নত অবস্থার গান্ধী স্বাগত জানিয়েছেন। কি ঝামেলা মহান ভারতীয় নেতা, শেষ পর্যন্ত, এই উপহারগুলি ভারত এবং অন্যান্য উপনিবেশে এসেছিল

সভ্যতা একটি দুর্দান্ত মূল্যে, কারণ তাদের পাশাপাশি একটি tradition এসেছিল যা স্বার্থপরতার উপর জোর দেয় ভ্রাতৃত্বের উপর; আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের চেয়ে পৃথক শক্তির সাধনা; এবং,সর্বোপরি এবং সর্বাধিক বিখ্যাত, অহিংসার উপর সহিংসতা। একটি হিসাবে এই ব্যয় সম্পর্কিত ব্রিটেন দ্বারা প্রবর্তিত উন্নতির জন্য গ্রহণযোগ্য মূল্য, ভারতীয়রা তাদের মধ্যে জটিল হয়ে ওঠে নিজস্ব আধিপত্য এই স্ব-সমালোচনা এবং এটির দ্বারা বোঝানো সমস্ত কিছু যে কোনও উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে মানুষ।

গান্ধী ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের স্বরূপ পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি সমস্যার মূলে গিয়েছিলেন। ভিতরে প্রক্রিয়াটি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আসল সমস্যাটি আধুনিক সভ্যতার মধ্যেই রয়েছে। তিনি বিবেচনা উপনিবেশবাদের তুলনায় আধুনিক সভ্যতা অনেক বেশি অনিরাপদ। তিনি সেই মূলটিকেই বিবেচনা করেছিলেন ভারতে যে সমস্যা রয়েছে তা

আধুনিক সভ্যতার গ্রহণের মধ্যে পড়ে। তিনি নৈতিক জীবনযাত্রার সাথে আধুনিক সভ্যতার অনুমান করেছিলেন। তিনি অনুভূত যে শক্তি ভারত এবং প্রাচ্য তার নৈতিক জীবন যাপনের মধ্যে রয়েছে। এর নৈতিক চরিত্রটি সংরক্ষণ এবং উন্নত করা তার জনগণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলি তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল .. তবে আমরা কীভাবে তা বোঝাচ্ছি আধুনিক সভ্যতার কুফল সম্পর্কে মানুষ? কারণ, এমনকি শিক্ষিতরাও শুরু করেছিলেন আধুনিক সভ্যতায় বিশ্বাসী। তিনি অনুভব করেছিলেন যে ভারত পশ্চিমা দেশগুলিকে গ্রহণ ও অনুকরণ করে নিজেকে হ্রাস করছে এবং নিজেকে ধ্বংস করছে প্রতিষ্ঠান।

গান্ধী বিশ্বাস করেছিলেন যে পশ্চিমা সভ্যতা এবং সহিংসতার উত্থান ছিল অবিচ্ছেদ্য তিনি অনুভব করেছিলেন যে অহিংসতা এবং কারখানার সভ্যতা বেমানান এবং ছিল তারা সহাবস্থান করতে পারে না। তিনি স্বরাজের অর্থ পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। গান্ধী স্বরাজের জন্য আত্মর সন্ধান ছিল উন্নতি হিন্দ স্বরাজ মানে একটি আদর্শ রাষ্ট্র "ধর্মের শাসন"। এটি সরলতা ছিল বিষয়টি ক্রুক্স। সরলতা ছাড়া কোনও নৈতিক জীবনযাপন এবং সহকর্মী অনুভূতি থাকতে পারে না। গান্ধী স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন যে আধুনিক সভ্যতা নৈতিক জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করে দেয় যেমন এটি নির্মিত হয়েছিল বস্তুগত সম্পদ অর্জন। সম্পদের জন্য উন্মাদ জনতা এর নৈতিক ফাইবারকে ধ্বংস করে দেয় মানুষ। আকর্ষক প্রকৃতির ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রতিবন্ধক হবে ব্যক্তি। নৈতিক জীবন যাপন এবং নৈতিকতা যা সিমেন্ট করে এবং সমাজে সংহতি এনে দেয়। গান্ধী অনুভূত হয়েছে যে এই গুণগুলি আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতায় হারিয়ে যাচ্ছে কোনও উপায়ে সম্পদ অর্জন।

কীভাবে দারিদ্র্য নির্মূল করা যায়:

গান্ধীর অন্য প্রধান বিবেচনাটি ছিল কীভাবে দারিদ্র্য নির্মূল করা যায়। দারিদ্র্য হ'ল নিষিদ্ধ

ভারতের অগ্রগতি সমস্তই সমান জন্মগ্রহণ করে এবং তাই তাদের সমান জীবনযাপন করা উচিত। তিনি যে শুধুমাত্র জোর সাধারণ জীবনযাপন এবং সহকর্মী বোধের পাশাপাশি দারিদ্র্য হতে পারে সমান বন্টনের মধ্য দিয়েহ্রাস। দারিদ্র্য না থাকলে, কোন কষ্ট এবং শান্তি ও প্রশান্তি থাকবে নাবিরাজ করা. একটি অধিষ্ঠিত সমাজে দারিদ্রতা এবং ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যবধান দূর করা যায় নাএবং দরিদ্রদের আরও প্রশস্ত করা হবে। গান্ধীর জীবন মিশন ছিল অমানবিক সমাজ। এক কথায়, গান্ধী সংস্কৃতি চেয়েছিলেন, তবে সভ্যতা যেমন ছিল না তেমন আধুনিক সমাজে সমস্ত কুফলের মূল কারণ। প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। কেউ না ক্ষুধার্ত বা আশ্রয়হীন হওয়া উচিত।

কারখানা সভ্যতার দুষ্টতা

গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন যে কারখানা সভ্যতা যা আধুনিক সভ্যতার প্রধান চিহ্ন প্রকৃতপক্ষে, মানুষের মান হ্রাস করে। গান্ধীর এইভাবে মৌলিক আপত্তি ছিল শিল্পায়নের ফলে ধনী-দরিদ্র ও শিল্পায়নের ব্যবধান আরও প্রশস্ত হয় ঘৃণা এবং বিচ্ছিন্নতা প্রজনন। গান্ধী এবং মার্কস উভয়ই এই সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন বিচ্ছিন্নতা মার্কস ভেবেছিলেন যে শ্রেণি সংগ্রাম বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটবে এবং এটি শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেবে সমাজে সম্প্রীতি। অন্যদিকে, গান্ধী ভালোভাবেই জানতেন যে শ্রেণিবদ্ধ হবে সহিংসতা এবং সংঘাতের পাশাপাশি ঘৃণার দিকে পরিচালিত করে। এটি আরও বিচ্ছিন্নতা স্থায়ী করতে হবে একটি ফর্ম বা অন্য। গান্ধী একটি মধ্যে দ্বন্দ্বের পুনর্মিলন প্রক্রিয়া বিশ্বাসী শান্তিপূর্ণ উপায়

গান্ধী কেন্দ্রীয়করণের ক্ষয়-ক্ষমতাকে ও অবস্থানকে কেন্দ্রিককরণের কুফলগুলিও ভালভাবে জানেন এবং লক্ষ লক্ষ লোককে ব্যয় করে কয়েকজনের দ্বারা ক্ষমতা অধিগ্রহণের দিকে পরিচালিত করে। গান্ধী শিল্পায়নেরও বিরোধিতা

করেছিলেন কারণ এটি শহরগুলির উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং গ্রামীণ আশেপাশে সুরেলা জীবন ধ্বংস। শহরগুলিতে বস্তি ও শান্তি রয়েছে অদম্য হয়। শহর ও শহরে অসমতা অনেক বেশি উদ্দীপনা এবং শোষণের

নির্বিঘ্নে যেতে হবে।

জীবনের মানের:

আধুনিক সভ্যতায় মানুষ যন্ত্রের দাস হয়ে উঠছে। যন্ত্রগুলি পুরুষদের ছাড়িয়ে যায়।

পশ্চিমী শিল্পায়নের অগ্রগতির সাথে "সভ্যতার" সমান। পশ্চিম ভাগ করে দেয়

বিশ্বকে "সভ্য ও অ-সভ্য" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তবে গান্ধীর ইয়ার্ডস্টিক

অগ্রগতি ছিল ভিন্ন। গান্ধীর সভ্যতার ধারণা অধিকার ভিত্তিক নয়, কর্তব্য ভিত্তিক। “সভ্যতা সেই মোড আচরণের যা মানুষকে দায়িত্বের পথ নির্দেশ করে। যেখানে দারিদ্রতা নেই তা সুখ; যেখানে কোনও বৈষম্য নেই সুখ যেখানে মানুষের সন্তুষ্টি থাকে তা হ'ল সুখ। অন্য কথায়, গান্ধী ছিলেন পরিমাণগত বিকাশের চেয়ে জীবনের মানের উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

তাঁর দার্শনিক প্রতিচ্ছবিতে গান্ধী স্বরাজ এবং প্রকৃতির প্রকৃতি সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা করেছিলেন সভ্যতা। তিনি সহিংস বিপ্লবগুলির নিরর্থকতার কথা তুলে ধরেন এবং অহিংস সামাজিককে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিলেন তিনি পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত যা স্বাধীনতা অর্জনের অর্থ। তিনি খুব ছিলেন যুবকদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এবং শিক্ষামূলক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। তিনি ভারতীয়দের ভারতীয় প্রয়োজন অনুসারে প্রযুক্তি গ্রহণের আবেদন করেছিলেন এবং তিনি পশ্চিমা শিল্প মডেল উপর শিল্পায়নের বিরোধিতা। গান্ধী একটি সিরিজও দিয়েছিলেন মধ্যপন্থী, চরমপন্থী, নতুন মধ্যবিত্ত এবং ইংরেজদের কাছে ব্যবহারিক প্রস্তাব। গান্ধী স্বরাজকে একটি স্ব-শাসন হিসাবে এবং স্বরাজ হিসাবে স্ব-স্ব হিসাবে স্পষ্ট পার্থক্য করেছিলেন সরকার বা হোম রুল। গান্ধীর মহত্ব এই যে সত্য যে তিনি বিকল্পধারার একজন নির্মাতা ছিলেন তিনি কখনও সন্তুষ্ট ছিল না নিছক সমালোচনা বা নিন্দা সহ তাঁর জন্যই মানুষ সবকিছুর মাপকাঠি। সকলের কল্যাণ বা সর্বোদয় নিছক স্বপ্ন নয়, ভবিষ্যতের জন্য একটি নীল ছাপও কর্ম. গান্ধী আজ যা প্রয়োজন তার পরিবর্তিত আলোকে তাঁর চিন্তার পুনরায় ব্যাখ্যা পরিস্থিতি বিশ্ব ধীরে ধীরে, কিন্তু অবিচলিত একটি পোস্ট ধর্মীয় সমাজের দিকে এগিয়ে চলছে। নৈতিকতা শ্বরিকভাবে নির্ধারিত নয়, এটি একটি সামাজিক প্রয়োজনীয়তা। এটা অন্ধ বিশ্বাস নয় ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের আনুগত্য, এটি বিশ্বের অনেক সমস্যার সমাধান করবে। স্বতন্ত্র সামাজিক দায়বদ্ধতায় আচ্ছাদিত স্বাধীনতা সম্মিলিত পদক্ষেপের দিকে পরিচালিত করবে। যখন সমস্ত সিস্টেম নিরবচ্ছিন্ন দুর্নীতির কারণে পতন, এটি একান্ত উদ্যোগ যা পরিস্থিতিটিতে একটি সমুদ্র পরিবর্তন আনবে। হিন্দ স্বরাজের শতবর্ষ পূর্বে ভাবার আর একটি সুযোগ বর্তমান ব্যবস্থার বিকল্পের শর্তাদি যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে সক্ষম ব্যক্তি।